জাতীয় চিড়িয়াখানায় প্রাণিদের নির্ধারিত পরিমাণে খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২৩ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনায় শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম অংশে [৩.৪] **'জাতীয় চিড়িয়াখানায় প্রাণিদের নির্ধারিত পরিমাণে খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণ'** কার্যক্রমটি অন্তর্ভুক্ত আছে। জাতীয় চিড়িয়াখানায় প্রাণিদের নির্ধারিত পরিমাণে খাদ্য সরবরাহ করা হয় কিনা তা সরেজমিন পরিদর্শনের জন্য ৩০ মার্চ ২০২৩ তারিখ সকাল ৮.৪০ ঘটিকায় ঢাকার মিরপুরস্থ জাতীয় চিড়িয়াখানায় পৌছি। চিড়িয়াখানার কিউরেটর, প্রানিপুষ্টি শাখার দায়িত্বে নিয়োজিত জনাব এম. এ. জলিল, উপপরিচালক (এল/আর), জ্যু অফিসার, এনিম্যাল রিয়ারিং শাখা (মাংসাশী, বৃহৎ তৃণভোজী প্রাণি, ক্ষুদ্র স্তন্যপায়ী ও সরীসৃপ, পাখি), ভেটেরিনারি সার্জন, সায়েন্টিফিক অফিসার উপস্থিত ছিলেন। দরপত্রের মাধ্যমে ক্রয়কৃত প্রাণিখাদ্য, প্রাণি (গরু ও অন্যান্য জীবিত প্রাণি), অন্যান্য খাবার যেমন- বিভিন্ন ধরণের মাছ (পুঁটি মাছ, শিং মাছ, চিংড়ি, নলা মাছ) বিভিন্ন ফল (আপেল, কলা, কমলা আঙ্গুর, পাঁকা পেপে, সফেদা, তরমুজ), বিভিন্ন শাক (ডাটা শাক, কলমি শাক, বাধাকপি), বিভিন্ন সবজি (শসা, মিষ্টি কুমড়া, গাজর, লাউ), সবুজ ঘাস (ভুট্টা, কলা গাছ), দানাদার খাবার (গমের ভুষি, সয়াবিন মিল, ছোলা, আস্ত গম, ধান, চিনা, সরিষা, সূর্যমুখী ফুলের বীজ) এবং প্রস্তুতকৃত খাবার (পাউরুটি, পাস্তুরিত তরল দুধ, ডিম, চিনাবাদাম) ইত্যাদি গ্রহণের জন্য ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি রয়েছে। খাদ্য তালিকা অনুসারে উপরোক্ত খাদ্যসমূহ নির্বাচিত ঠিকাদার কার্যাদেশ মোতাবেক সরবরাহ করে থাকেন এবং দানাদার খাদ্য প্রতিমাসে সাপ্তাহিক/পাক্ষিক ভিত্তিতে সরবরাহ নেওয়া হয়। খাদ্য গ্রহণ কমিটি তা গ্রহণ করত: পরিমাণ অনুযায়ী বন্টন ও নির্ধারিত খাঁচা বা স্থানে সরবরাহের ব্যবস্থা করে থাকেন। চিড়িয়াখানার প্রাণিদের দানাদার খাবার সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং বন্টনের জন্য নির্ধারিত স্থান রয়েছে। উক্ত স্থানে চিড়িয়াখানার প্রাণিদের দৈনিক সরবরাহকৃত খাদ্যের একটি তালিকা বোর্ড রয়েছে (ছবি-১)।

নিম্নস্বাক্ষরকারীর উপস্থিতিতে সাভার ডেইরি ফার্ম কর্তৃক সরবরাহকৃত দুটি ছোট আকারের গরুর স্বাস্থ্য পরীক্ষান্তে জবাই করা হয় এবং জবাই শেষে চামড়া ছাড়িয়ে হাড়সহ মাংস নির্ধারিত আকারের টুকরা করা হয়। সকল মাংস একত্রিত করে ইলেকট্রিক ব্যালেন্সে ওজন করা হয়। এ দিন জবাইকৃত গরু হতে ১৫৬ কেজি ৮০০ গ্রাম মাংস পাওয়া যায় এবং বিপরীতে চাহিদা ছিল ১৫১ কেজি ২০০ গ্রাম। অতিরিক্তি মাংসের পরিমাণ ছিল ৫ কোজ ৬০০ গ্রাম যা প্রাণিপুষ্টি শাখার ফ্রিজে সংরক্ষণ করা হয়। ৩০/০৩/২০২৩খ্রিঃ তারিখ চাহিদাকৃত মোট মাংস হতে ১৪৬ কেজি মাংসাশী প্রাণি শাখায়, ৭০০ গ্রাম ক্ষুদ্র স্তন্যপায়ী ও সরীসৃপ শাখায় এবং ৪ কেজি ৫০০ গ্রাম পাখি শাখার প্রাণিকে খাওয়ানোর জন্য বিতরণ করা হয়।

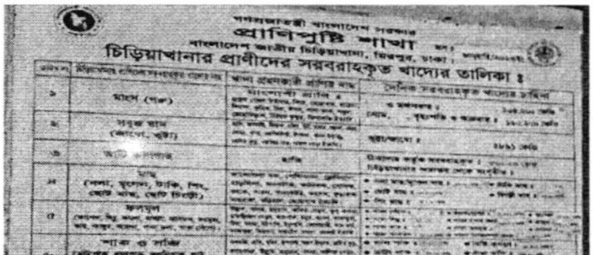

ছবি-১: দৈনন্দিন খাদ্য সরবরাহের তালিকা

ছবি-২: জবাই শেষে মাংস কাটা হচ্ছে

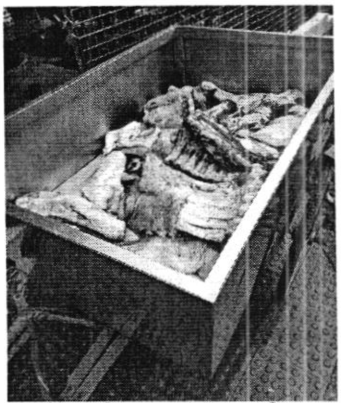

ছবি-৩: স্টিল কন্টেইনারে পরিবহণ এবং ওজন করা হচ্ছে

ছবি-৪: খাঁচা ভিত্তিক নির্ধারিত কন্টেইনারে ভাগ করে রাখা মাংস খাঁচায় পৌছানোর জন্য ট্রলিতে নেয়া হয়েছে

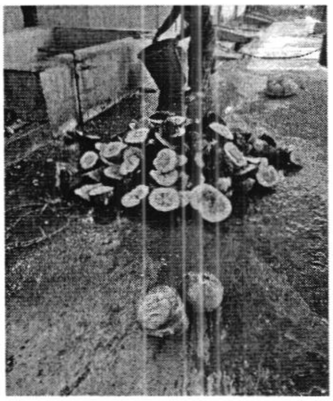

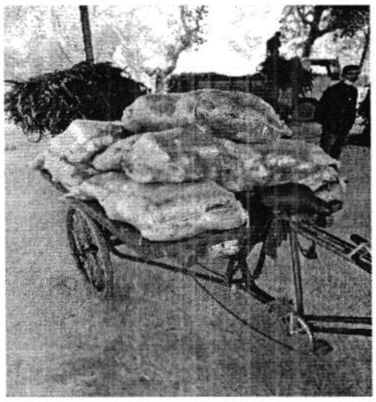

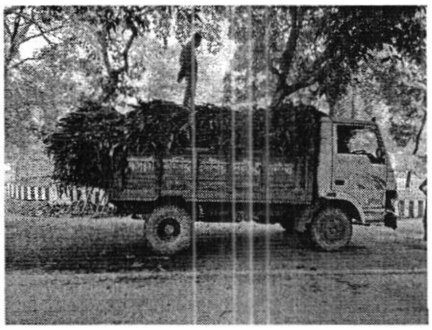

ছবি-৫: মিষ্টি কুমড়া, লাউ, কাঁচা ঘাস (ভুট্টা), কলা

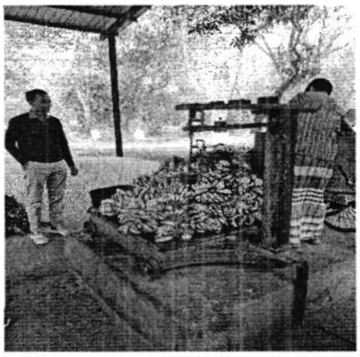

মাংসাশী প্রাণির (বাঘ, সিংহ, মেছোবাঘ, হায়েনা, চিতা, শকুন, বাজপাখি ও ডিগলেঞ্জি) জন্য সপ্তাহে ৫ দিন ১৫১ কেজি ২০০ গ্রাম করে এবং মঙ্গলবার দিন কুমিরসহ ১৬৩ কেজি ২০০ গ্রাম মাংস প্রয়োজন হয়। উল্লেখ্য, রবিবার দিন মাংসাশী প্রাণিদের কোন খাবার দেয়া হয়না। প্রতি বুধবার মাংসাশী প্রাণিকে জীবন্ত প্রাণি (মুরগী) সরবরাহ করা হয়। জবাইকৃত গরুর মাংসের ওজন প্রয়োজনের চেয়ে বেশি হলে অতিরিক্ত মাংস ফ্রিজে সংরক্ষণ করা হয় এবং কম হলে ফ্রিজে সংরক্ষিত মাংস দিয়ে তা পূর্ণ করা হয়। অত:পর প্রতিটি খাঁচার জন্য প্রয়োজনীয় মাংস ওজন করে নির্ধারিত পাত্রে রাখা হয় এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে খাঁচায় সরবরাহ করা হয়। দুটি সিংহের খাঁচায় মাংস সরবরাহের সময় নিম্নস্বাক্ষরকারী উপস্থিত ছিলাম। একইভাবে মাংসাশী প্রাণির অনুরূপ অন্যান্য বৃহৎ আকারের তৃণভোজী প্রাণি, পাখি, জীবন্ত প্রাণিভোজী প্রাণিদের নির্ধারিত খাবার সংশ্লিষ্ট জ্যু অফিসারগণের উপস্থিতিতে সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

পরিদর্শনকালে ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহকৃত বিভিন্ন ধরণের খাদ্য ওজন করে গ্রহণ করতে দেখা যায় এবং একইভাবে নির্ধারিত প্রাণির প্রয়োজনীয় খাদ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কেটে ছোট টুকরা করে বা ধুয়ে) সংশ্লিষ্ট খাঁচায় বা স্থানে সরবরাহ করা হয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী হরিণ, পাখির খাঁচা, রয়েল বেঙ্গল টাইগারের খাঁচা, হাতি, শকুন ইত্যাদির খাঁচা পরিদর্শন করি।

পরিদর্শনের মতামত:

ক) গরু জবাই ও মাংস প্রক্রিয়াকরণ স্থান, পরিবহণের জন্য ব্যবহৃত পাত্রসমূহ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ছিল। এ ধারা অব্যাহত রাখার অনুরোধ করা হয়।

খ) প্রতিদিন মাংস, মাছ, ঘাস, শাক-সব্জীসহ অন্যান্য খাদ্য উপকরণসমূহ সঠিকভাবে পরিমাপ পূর্বক ঠিকাদারের নিকট হতে গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হলো।

গ) খাদ্য তালিকার বোর্ডটি নিয়মিত হালনাগাদ করা প্রয়োজন।

ঘ) প্রতিদিনের গ্রহণকৃত ও বিতরণকৃত খাদ্যের রেকর্ড আলাদাভাবে নথিতে সংরক্ষণের অনুরোধ করা হলো।

ঙ) পশু জবাই ও খাদ্য গ্রহণের স্থানটি সিসি ক্যামেরার আওতায় আনয়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করা হলো।

০৫/০৪/২০২৬

(মো: আবদুর রহমান)
উপসচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়